যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

ভেতরে পরীক্ষা দিচ্ছে সন্তান, বাইরে উদ্বিগ্ন সময় কাটছে অভিভাবকদের। বৃহস্পতিবার রাতের ছবি যুগান্তর

'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা

মধ্যরাতে ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্তানসহ অভিভাবকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের অবরোধ কর্মসূচিতে দিনের তুলনায় রাতে বেশি পিকেটিং হতে দেখা গেছে। এ কারণে গত ৬ জানুয়ারির পর থেকে রাতে ব্যক্তিগত যানবাহনের চলাচল কম ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ঢাকার রাস্তায় গত কয়েকদিনের সেই চেনা দৃশ্যপটে পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে ধানমণ্ডি, মিরপুর আর গুলশান-বনানী-বারিধারা ও বসুন্ধরা এলাকায় রীতিমতো যানবাহন ছিল অনেক বেশি। ইংরেজি মাধ্যমের 'ও' এবং 'এ' লেভেলের দিনের পরীক্ষা রাতে নেয়ার কারণে এ দৃশ্যপটের সৃষ্টি হয়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের ডাকা হরতালের কারণে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

দিনের পরীক্ষা রাতে নেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকদেরও নির্ঘুম রাত কাটে। এর বাইরে তাদের অনেকেই যাতায়াতসহ নানা ধরনের হয়রানির মুখে পড়েন। অনেক অভিভাবকই সন্তানকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দিয়ে মাঘের শীতের মধ্যেই খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করেছেন। অনেককে অবশ্য সঙ্গে করে আনা গাড়িতেও সময় কাটাতে দেখা গেছে।

এদিকে ধানমণ্ডির ৩নং রোডে ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টার কেন্দ্রে রাত ১০টার দিকে যখন শিক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবকরা উপস্থিত হচ্ছিলেন তখন সেন্ট্রাল রোড এলাকায় বিকট শব্দে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ওই পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

দেশের ইংরেজি মাধ্যমের এই শিক্ষা ব্রিটিশ কারিকুলামে অনুসৃত হয়ে থাকে। এসব পরীক্ষা ক্যামব্রিজ এবং অ্যাডেক্সেল নামে পৃথক দুটি বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে বাংলাদেশে তাদের পক্ষে এ পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে ব্রিটিশ কাউন্সিল। ঢাকাসহ সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে এ পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় মিরপুর, ধানমণ্ডিতে ম্যাপল লিফ ও ম্যারিয়ট এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে পরীক্ষা নেয়া হয়।

পরীক্ষা চলাকালে রাজধানীর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শনকালে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের অবর্ণনীয় ভোগান্তির চিত্র দেখা যায়। আলাপকালে অভিভাবকরা এভাবে রাতের বেলা পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি, যানবাহন সংকট, নিরাপত্তাহীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

ধানমণ্ডি এলাকায় অবস্থিত ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টারে নিজের মেয়েকে নিয়ে আসা অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, পরীক্ষা শেষ হলে দনিয়ার বাসায় ফিরতে কমপক্ষে রাত ৩টা বেজে যেতে পারে। এর ফলে গোটা রাতই নির্ঘুম কেটে যাবে।

বাংলা চলতি মৌসুমে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের এই 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থী প্রায় ৭ হাজার। তবে বৃহস্পতিবারের পরীক্ষা ছিল মোট ৩ হাজারের। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় 'ও' লেভেলের পদার্থবিজ্ঞান এবং 'এ' লেভেলের জীববিদ্যা ও অর্থনীতি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল, যা সকালে নেয়ার কথা ছিল। আর রাত পৌনে ১২টায় নেয়া হয় 'ও' লেভেলের বাংলা ও 'এ' লেভেলের পরিসংখ্যান বিষয়ের পরীক্ষা, যা বিকালে নেয়ার কথা ছিল।

এদের মধ্যে সন্ধ্যায় যারা পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের অনেকেরই আজ সকালে পরীক্ষা রয়েছে। এভাবে 'টাইট সিডিউলে' পরীক্ষা নেয়ায় শিক্ষার্থীদের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছে। মধ্যরাতে পরীক্ষা দেয়ার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী জটিলতায় পড়েছেন।